বৃহস্পতিবার ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯
২৪ মে ২০১২
দৈনিক ইত্তেফাক

হাতের মুঠোয় মিনি অ্যানড্রয়েড কম্পিউটার

প্রযুক্তির অগ্রগামিতার সাথে সাথে ক্রমেই প্রযুক্তি পণ্যের আকার হয়ে আসছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। আর ত ফলে এখন হাতের মুঠোতেই চলে আসছে গোটা একটা কম্পিউটার। হ্যাঁ, এর আগেও পেনড্রাইভের চেয়ে কিছুটা বড় আকারে বাজারে এসেছে কম্পিউটারের সিপিইউ। আবার কিছুদিন আগে যুক্তরাজ্যে ক্রেডিট কার্ডের আকৃতিতে বাজারে রাসবেরি পাই নামের পকেটে বহনযোগ্য সিপিইউ। এবার পেনড্রাইভের প্রায় সমান আকৃতিতেই আসছে মিনি অ্যানড্রয়েড কম্পিউটার। চীনের একটি প্রযুক্তি পণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এই মিনি অ্যানড্রয়েড কম্পিউটার তৈরি করেছে এবং ইতিমধ্যেই তারা অনলাইনে এটি বিক্রিও শুরু করেছে। www.aliexpress.com সাইট থেকে তারা এটি অনলাইনে বিক্রি করছে মাত্র ৭৪ ডলারে। 'এমকে৮০ মডেলের এই মিনি অ্যানড্রয়েড কম্পিউটারে রয়েছে এআরএম-এর প্রসেসর। আর স্বাভাবিকভাবেই এর অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে রয়েছে অ্যানড্রয়েডের সর্বশেষ সংস্করণ অ্যানড্রয়েড ৪.০ বা আইসক্রিম

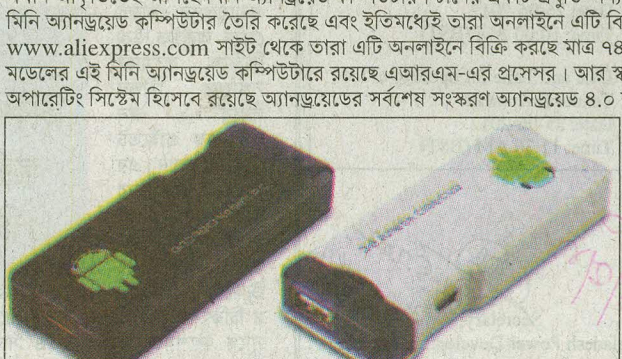

স্যান্ডউইচ। অবশ্য অ্যানড্রয়েড বিল্ট-ইন অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে থাকলেও এতে এআরএম চিপ সমর্থিত লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের অন্যান্য সংস্করণও সমর্থন করবে। এআরএম প্রসেসরের পাশাপাশি এতে গ্রাফিক্স প্রসেসর হিসেবে থাকছে মালি ৪০০ জিপিইউ। পুরো ডিভাইসটি আকারে পেনড্রাইভের প্রায় সমান হলেও এর গ্রাফিক্স চিপটি ১০৮০ পিক্সেলের উচ্চ রেজ্যুলেশনের ভিডিও আউটপুট দিতে সক্ষম। এর সাথে সংযুক্ত এইচডিএমআই পোর্টের মাধ্যমে এটি ভিডিও আউটপুট প্রদান করতে পারে। ওজনেও এটি অত্যন্ত হালকা। এর ওজন ২০০ গ্রামের চেয়েও কম। তবে এত ক্ষুদ্র আকারের মধ্যেও এতে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ ইউএসবি পোর্ট এবং একটি মাইক্রো-ইউএসবি পোর্ট। আরও রয়েছে একটি মাইক্রো এসডি স্লট। ফলে এর বিল্ট-ইন চার গিগাবাইট স্টোরেজের পাশাপাশি এতে মাইক্রো এসডি'র সহায়তায় অতিরিক্ত স্টোরেজ যুক্ত করা যাবে। কেবল তাই নয়, সিঙ্গেল কোর প্রসেসরের এই মিনি অ্যানড্রয়েড কম্পিউটার ওয়াই-ফাইও সমর্থন করে। যার ফলে সহজেই এর মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগও রয়েছে। আকারে ক্ষুদ্র হওয়া পকেটে করেই একে যেকোনো স্থানে বহন করা যাবে। আর যেকোনো ডিসপ্লে'র সাথে এটি এইচডিএমআই কেবলের সাথে যুক্ত করে দিলেই এটি পরিণত হবে একটি পূর্ণাঙ্গ পিসিতে। আসলে সাম্প্রতিক সময়ে বহনযোগ্য এবং ক্ষুদ্রাকৃতির ডিভাইসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেড়েই চলেছে। যার ফলে এখন বিভিন্ন দেশের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকরা ঝুঁকে পড়েছে ক্ষুদ্রাকৃতির ডিভাইসের প্রতি। এতে করে অবশ্য স্বল্পমূল্যেই মানুষের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে প্রযুক্তি পণ্যগুলো। আমাদের মত দেশগুলোর জন্য এ ধরনের ডিভাইস সহজলভ্য হলে প্রযুক্তিতে সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের যে অগ্রগতি, তা আরও ত্বরান্বিত হবে।